প্রকাশকাল /
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক /
সত্যরঞ্জন বিশ্বাস
কণ্ঠস্বর প্রকাশনী,
৯৩/২ এ, বিধান সরণি,
ক'লকাতা-৪

প্রচ্ছদ /
নির্মল নারায়ণ বিশ্বাস

মুদ্রক /
সুশীল কুমার ঘোষ
ন্যাশান্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৭, এ্যান্টনী বাগান লেন,
ক'লকাতা-৯

ব্যবস্থাপক /
শিবব্রত রায়

প্রকাশের অপেক্ষায় :—

সত্যব্রত রায় রচিত

কৃষ্ণচূড়া (ছোটগল্প সংকলন)

জাহাজডুবি (সরস গল্পের সংকলন)

সূ । চী । প । ত্র

EKTI SISIR BINDU

(A Collection of Poems)

বাবা ও মাকে

শ্রীসুজীব রঞ্জন রায়

শ্রীনিভাননী রায়

শ্রীচরণেষু

লক্ষ্মীন্দর

বেদনার রক্তমাখা শাপভ্রষ্ট আমি লক্ষ্মীন্দর
খুঁজে মরি বেহুলাকে যে আমাকে নবজন্ম দেবে।
মনের গভীরে ওই ফুটে থাকা রক্তগোলাপে
ছোঁয়াবে সোনার কাঠি, সোনালি বিশ্বাসটুকু দেবে.।

ভাসায়ে প্রেমের ভেলা ভুলে যাওয়া বেহুলার মত
তুমি কি পারো না দিতে নবজন্ম ? বেহুলার সিঁথির সৌরভ
মাখ সখি সর্ব অঙ্গে ; কামনার পূত সিন্ধুজলে
ভাসাও প্রেমের ভেলা বিরহিনী বেহুলারই মত।

বেহুলার মর্মভাঙা সায়ন্তনী বিরহের গান
দীর্ঘশ্বাসের সাথে মিশেছিল দ্যুলোকে ভূলোকে—
কষ্টিপাথরে ঘষে সোনা হওয়া বেহুলার প্রেম
স্বর্গের পরীক্ষা শেষে এনে দিল চির উত্তরণ
মৃত এক লক্ষ্মীন্দর জন্ম নিল প্রেমের আলোকে।

আমি সেই শাপভ্রষ্ট মৃত লক্ষ্মীন্দর
দুঃখদহন শেষে উত্তরণের অনুভবে
অভিজ্ঞানে ছবি এঁকে মৌন প্রতীক্ষায়
খুঁজি এক বেহুলাকে—যে আমাকে নবজন্ম দেবে।

নিভৃত কান্নার সুরে

—'কে তুমি ?'

—'আমি কেউ না,
পৃথিবীর প্রাণের মিছিলে আমি কিছু না।'

—'আনন্দ ভৈরবী তুমি শোননি জীবনে ?'
—'না। যুগে যুগে ব্যর্থ আমি
আলোকের গান চিনে চিনে।'

'তবে কি জীবন ব্যর্থ ! যদিও জীবনে—
পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ক্লেদাক্ত বেদনা
অসীম শূন্যতা নিয়ে শবের মিছিল,
তবু তো সূর্য ওঠে মানুষের প্রাণে
সবুজ প্রত্যয় নিয়ে তবু ফুল ফোটে,
অসীম স্তব্ধতা ঢাকে পাখীদের গানে।'

—'তবুও ক্লান্ত আমি। আমার আকাশে
অনেক ক্লান্তি নিয়ে সূর্য ওঠে
অনেক শ্রান্তি নিয়ে গোধূলি আলোয়
পাখীরা করুণ সুরে গান গেয়ে ওঠে।'

—'এ কেমন শিল্পী তুমি ?
তিলে তিলে তিলোত্তমা করে
যন্ত্রণাকে রূপ দিলে ?
বেদনা সাগর উপকূলে
উপল কুড়াবে শুধু
অলীক যন্ত্রণা নিয়ে আপনার ভুলে ?'

'হ্যাঁ, রক্তমাখা তুলির লিখনে
আমার সমস্ত দিন এঁকে দিয়ে যাব।
গোধূলির রঙে রঙে বেদনার নীলে
দুঃখের অশ্রুকে আমি মুক্তা করে যাব।

আমার ব্যথার ধূপ শুধু পুড়ে পুড়ে
ছাই হয়ে মিশে যাবে কালের আঁচড়ে।'

—'তবে তুমি তাই কর।
যদি পারো—
কান্নাকে মূর্তি দিও তিলোত্তমা করে
বিন্দু বিন্দু আঁখিজল রেখো মুক্তা করে ;
যদি পারো—
তাহলে তোমার সেই বেদনার গানে
আলোকের সুর চিনে চিনে
পাখীরা শোনাবে গান কোমল গান্ধারে,
আবার উঠবে সূর্য।'

—'কিন্তু শ্রান্তি নিয়ে।'

—'না শ্রান্তি নিয়ে নয়—
তুমি তো শিল্পী বন্ধু!
তোমার আকাশে
করুণ কান্না নিয়ে তারাগুলি হাসে।
তুমি তাকে রূপ দাও,
যুগে যুগে ফেলে আসা ব্যর্থ রাত্রিদিন
আঁচলে কুড়ায়ে নাও।
তোমার ব্যথার ধূপ দহনের শেষে
একটু একটু করে সোনা হয়ে যাবে।

—'সেও ত' কান্নার রঙে'—

—'হোক, তাই হোক।'
দেখতে পাওনা বন্ধু।
অসীম বেদনা নিয়ে আকাশের নীল
কতো না প্রশান্ত, চির ধীরোদাত্ত, স্থির
তাই তুমি গান গাও—
তোমার অশ্রুজল মুক্তো ক'রে দাও।
তবে ত' প্রদোষ শেষে ভোরের সংরাগে
বাজবে করুণ গানে আনন্দ ভৈরবী।

অনুপমা

তুমি ত' বিগতস্মৃতি অনুপমা, উদাসী বাউল হাওয়া
রজনীগন্ধা ছুঁয়ে তোমার সৌরভ বয়ে আনে
তুমি কি ছড়িয়ে আছ অশরীরী উন্মন বাতাসদোলায়।

তৃষিত রাতের পটে থরে থরে অন্ধকার জমে
তারাদের খৈ-ফোটা রাত, ম্লান জ্যোৎস্না. অভিমানী চাঁদ
তুমি কি নিথর স্মৃতি আকাশের বুকে তৃপ্তিহীন চাঁদ-অভিমানে।

তুমি কি সমুদ্রনীলে অথবা কবোষ্ণ মেঘে ছড়িয়ে দিয়েছ সব চুল
সোনালি স্বপ্ন নিয়ে চিকচিক মরুবুকে দিয়েছ কি স্বপ্ন সমাধি?
অথবা চাতক হয়ে সিন্ধু ফেলে রেখে ঘুরছ স্ফটিক জল বলে।

তোমার সোনালি স্মৃতি আকাশের গায় আমার বেদনা নীলে নীল,
আমি ত' ভুলতে চাই. তবু তুমি হাওয়া হয়ে উষ্ণ ছোঁয়া কেন বয়ে আন!
ভুলে যাওয়া ঢের ভালো, ঢের ভালো উদাসী বকুল হয়ে
ঝরে ঝরে স্মৃতি হয়ে যাওয়া।

তবে তুমি কেন আস, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ জড়াতে আমাকে
কেন তবে স্মৃতির টুকরো মেঘ ভেসে যাও
আমার বেদনা নীল আকাশে বাতাসে
তোমার চোখের জল নিয়ে তুমি কি মুক্তো হয়ে আছ
আছ নাকি সাগরবেলায় ঐ পড়ে থাকা ঝিনুক শরীরে?

ভেবেছিলাম

ভেবেছিলাম তোমার আকাশ ভরব ভালবাসায়
প্রতিদিনের আবর্ত্তনে গুটিয়ে যায় মন,
শূন্য মন স্বপ্ন আঁকে দ্বিধায় ভীরু আশায়
হৃদয়টিকে আকাশ করে ভরতে তোমার মন।

প্রতিদিনের আবর্ত্তনে গুটিয়ে যায় মন
ভেবেছিলাম-নদী হয়ে প্রখর স্রোতের টানে
তোমায় নিয়ে ভেসে যাব অথৈ সাগর পানে
প্রবল ঢেউয়ে ভরব তোমার নীল-সমুদ্র-মন।

শূন্য মন স্বপ্ন আঁকে দ্বিধায় ভীরু আশায়
ভেবেছিলাম রাখব ভরে ঘন সবুজ বন
আকাশ-মাটি-মন ভরবে তোমার ভালবাসায়
জ্বলবে আকাশে নূতন-স্বপ্নে মমতার চন্দন।

হৃদয়টিকে আকাশ করে ভরতে তোমার মন
প্রতিদিনের ক্লান্তি বয়ে চায় এ মন চায়
তোমায় পেতে আকাশ কোলে শান্ত মহিমায়
বশিষ্ট আর অরুন্ধতী যেমন সারাক্ষণ।

মৌন প্রশ্নে

কী উত্তর দেব ! নির্জনতা মৌনে কথা কয়—
কোথায় সম্রাজ্ঞী আছে, বসন্তের ফুল্ল উপহার
কে দেবে তোমায়, শোণিতের অঙ্গীকারে
কে তোমার নাম লিখে দেবে !
বসন্তের পুঞ্জসুধা বুকে বয় স্বর্ণ প্রজাপতি
মৌন প্রশ্নে বালিয়াড়ি, ক্ষুধাতুর কী উত্তর দেব !

পথের সঞ্চয় যত ফেলে রাখি ; যূথভ্রষ্ট মূক জিজ্ঞাসায়
দুচোখ ঝাপসা হয় ; তবু মৌন প্রাণোর্মির আশা
দুঃখের গভীর খদে নীলাভ মুক্তা খুঁজে মরে
অমিত আঁধার মেখে হৃদয়ের মেঘ কতো বৃষ্টি আনে বারবার
বসন্তের দেহমন তটে ; অসীম আকাশ-নীলে
বিন্দুপ্রায় পাখী,—রিক্ত ক্লান্ত পথশ্রমে
অমোঘ ঐশ্বর্য ফেলে বসন্তের আর্ত ভিক্ষুক
নিস্তব্ধ পাথর ভেঙে বল আমি কী উত্তর দেব !

অনুভব

কতোবার ঝরে গেছি পৃথিবীর প্রাণের মিছিলে
উদ্দাম কল্পনা কতো চেতনার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে
ক্লান্তি নিয়ে ঘুমায়েছে ; দীর্ঘায়ত আকাঙ্ক্ষার কূলে
শব্দহীন বেদনায় ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল মেশে।

অসীম শূন্যে ভাষা ছোট এক পাখীর মতন
চিরদিন মন মোর ছুটে যায় দেশ দেশান্তরে,
প্রতীক্ষার গান গেয়ে কেঁদে ফেরা চাতকের মতো
সহস্র সুরের মাঝে আলোকের গান খুঁজে মরে।

আজো আমি পথ হাঁটি বুকে নিয়ে দীর্ঘশ্বাসটুকু
নিভৃত কান্নার সুরে ব্যর্থতার ধূপকাঠি জ্বেলে
হৃদয়ের মেঘে শুধু কল্পনার রামধনু দেখে
এ মন প্রশান্তি খোঁজে সমুদ্রের সুগভীর নীলে

শতাব্দীর স্তরে স্তরে মানুষের প্রাণের মিছিলে
আনন্দভৈরবী আমি কতবার শোনাতে চেয়েছি,
সাগরবেলায় বসে আলোকের ঝিনুক কুড়াতে
হয়তো ব্যর্থ হয়ে বিস্মৃতির গান হয়ে গেছি।

কবি ও কবিতা

ভবিষ্যতের মানচিত্রে কিছুই আঁকে না,
সুবিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি জীবনের সীমারেখা ঘিরে,
জীবিকার কূলে কূলে সস্তা যেন পাথরের নুড়ি ;
তবুও আকাশগঙ্গা খোলা থাকে কবির হৃদয়ে—

অমল স্বপ্নরাগে শব্দহীন আকাশ তুহিনে
চেতনা নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্ত হয়
রাতশেষে ঝরে পড়ে নক্ষত্রের ফুল,
সূর্য হাসে ; নেমে আছে হীরের সকাল
আর এক পৃথিবী গড়ি. ফুলদল ঝলমল করে
কবিতার মালা গাঁথি সেই ঝরা নক্ষত্রের ফুলে।

গতপ্রাণ ক্রৌঞ্চীশোকে বাল্মীকীর অশ্রুজল মুক্তো হয়ে গেল।
ভগ্ন দীর্ণ প্রেমিকের বেদনায় সেত' আজো নীল
প্রাণের বিপুল স্রোতে দীপ্তিমান হৃদয়ের নক্ষত্রসভায়
রাতশেষে এক একটি নক্ষত্র খসে—
আত্মমগ্ন কারিগর গেঁথে রাখি সোনার পেরেকে।

যন্ত্রের ছুরিকা নিয়ে হৃদয়কে কাটিনি এখনো
মনের মুকুরে তাই দীর্ঘছায়া ফেলে যায়
আকাশভাসানো মেঘ
আর কিছু দীপ্ত ফুলদল।
দর্পণ মুখর হয় আলোময় ছায়াময় মানুষের পথ পরিক্রমে
শব্দগুলি মাথা কোটে চেতনার কূলে।
মননের সূর্য হাসে ; অনুভূতির এক-এক স্ফটিক
জ্বলে ওঠে চমকায় ; হৃদয়ের দলগুলি ঝলমল করে
শুষ্ক তুলি ভরে নিই জীবনের আলোছায়া রঙ্
ধ্যানমগ্ন প্রজ্ঞালীন কতো ছবি আঁকি!

মাধবী

এখন কাজল রাত ধীরে ধীরে নামে
মৌন বিষাদ ক্ষত দেহমন ঘিরে
স্মৃতির সুরভি ঘেরা তপ্ত নিশাযামে
মাধবী, তোমার মুখ শুধু মনে পড়ে।

মাধবী, তোমার মুখ মনের দর্পণে
স্মৃতির সীমানা ঘিরে তোমার সুরভি
তোমার তপ্ত স্মৃতি মোর দেহমনে
মাধবী, স্বপ্নে তুমি, আঁধার শয়নে।

মাধবী, মনে কি পড়ে নিঃসঙ্গ সময়ে
রাতের চাদরে ঢাকা অলস স্বপনে
মাধবী, তোমার প্রাণ গেঁথেছিলে আমার পরাণে
একটু উত্তাপ তুমি দিয়েছিলে চাতক হৃদয়ে।

আলোর স্বপ্ন নিয়ে রাতের ছায়ায়
সয়েছিনু অনুচ্চারে কোমল বেদনা
তোমার কোমল বুক কঠিন মায়ায়
পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে পেয়েছে যাতনা।

মাধবী, বাজাবে নাকি এই স্বপ্নবীণা
স্মৃতির রাত্রি মেশে গভীর নিঃশ্বাসে
তারাদের সাথে কাঁপে স্বপ্নালু কামনা
তবু ত' রাত্রি রাখি তোমার উদ্দেশে।

তুমি ও একটি বসন্তরাত্রি

তোমার স্মৃতির ছবি মুছে ফেলে দেব। রাখব না কোন মোহ আর
যদিও একাকী শয্যা; রাত্রি এসে মিশে যায় আমার সত্তায়
রাত্রি তার যবনিকা তুলে ধরতে চায়। মনের কানাচ ঘিরে খড়কুটো স্মৃতি
আসে, ভেসে যায়; ঝরে যায় যৌবনের বৃন্তচ্যুত মাধুরীর ফুল।
মনে কোন ক্ষোভ রাখিনাকো; রাখিনাকো কোন অভিমান,
রাত্রি তার নৈঃশব্দের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় চিরে চিরে ফেলুক হৃদয়
তীর বেঁধা পাখীর হৃদয় শূন্য নীলিম পথে অব্যক্ত কান্নায়
শোধ করে যাবে তার ফেলে আসা মাধুরীর ঋণ।

তোমার ছড়ের টানে রাত্রির বেহালা তবু কাঁদে
ললিতে বিভাসে বলে, 'ভোল তুমি, ভুলি আমি'
তৃষ্ণার অঞ্জলি ভরে তোমার এ মিনতি ঝরে পড়ে।

বসন্তে

এখন বসন্তদিন অলস স্বপ্নে যাই চলে
স্মৃতির তরঙ্গ বেয়ে ভেসে যাই সেই ক্ষণটিতে
দু'চোখে স্বপ্ন এঁকে সুরুচিতা তুমি এসেছিলে
ছড়ানো আকাশতলে ঘুম ঘুম তারকার নীচে ॥

আজ তুমি কাছে নেই, তুমি এক স্মৃতির শরীর
আমিও হারিয়ে গেছি নিঃসঙ্গ রাত্রির গহনে
তোমার শরীর মুখ আলো করে আছে কারো ঘর
আমি ত' স্মৃতির ভারে বসে আছি দূর ব্যবধানে ॥

এখন বসন্তদিন মোহময় দেহমন সব
স্মৃতির রোমাঞ্চ নিয়ে আমি হেথা রাতের আঁধারে
তোমার কোমল তনু, অতুল আনন, মৃগ-চোখ
কি এক মাধুরী আনে অন্য কোন দেহের সেতারে।

এখন বসন্তদিন, দু'চোখে স্বপ্ন সুচরিতা
মোহময় গাছে ফুলে চাঁদের রূপালী ধারা ঝরে
তুমি ত' শুধুই স্মৃতি তপ্ত প্রেমের সাগরিকা
আমার হৃদয় জুড়ে তোমার অশ্রু ঝরে পড়ে ॥

অসহ যাতনা বয়ে বয়ে হৃদয়ে করুণ মৌসুমী
হারানো স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে আবার আসবে না কি তুমি !

অনেক ক্লান্তি নিয়ে

আধেক জীবন গেল কল্পনার রামধনু এঁকে,
গভীর প্রত্যয় জুড়ে প্রদোষের কালো যবনিকা
ক্লান্ত যৌবন তবু প্রত্যাশার মঞ্জু চাঁদ দেখে
নূতন আলোর স্বপ্নে জ্বালে এক ভীরু দীপশিখা।

দগ্ধ দিন দগ্ধ রাত্রি স্বপ্নজাল বুনে
অসীম আকাশতলে বড় ক্লান্ত, নির্ব্বাসিত আমি
নিবিড় আঁধারপটে আলোকের তারা গুণে গুণে
জীবিকা বন্দিত হাটে বেদনার আলিঙ্গনে থামি।

আমার পতঙ্গ সাধ জীবন প্রদীপে জ্বলে জ্বলে
ছড়ায় করুণ সুর শব্দহীন ব্যথায় ব্যথায়
আমার সমুদ্র সাধ অজানার ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে
কালের প্রবল স্রোতে আশাতট ফেলে চলে যায়।

শ্যামলী

শ্যামলী যেও না চলে। সময়ের হাত ধরে নির্জনতা হাঁটে
এখনও সময় আছে। কুহক ফাল্গুন
একটি অমেয় রাত্রি গ্যাখ এনে দিয়েছে হৃদয়ে
আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ নিবিড় নীলিম
চিরন্তন শান্ত ভাষে মৃদু কথা কয়
দ্বিধার তুহিন ভেঙ্গে এস তুমি। রক্তের উত্তাল তীব্র স্রোতে
শ্যামলী তোমার চোখ জানাবে না কোন আমন্ত্রণ।

আকাশগঙ্গায় গ্যাখ অনন্ত অনন্তকাল ধরে
অরুন্ধতী ঢলে পড়ে বশিষ্টের কোলে।
আমাদের ক্ষণপ্রেমে দুদিনের আদি-অন্ত আছে

শ্যামলী, অবহ সুখে ভেঙে ফেল কুমারী অভিমান
আদি ও অন্তের মাঝে এ মুহূর্ত্ত করো চিরন্তন।

স্মৃতি

বিকালের ছায়া ছায়া আলো
হৃদয়ে ঘনালো
এ কি ধূপছায়া অনুভব !
স্মৃতির দিগন্ত ঘেরা দিন
বর্ণময় স্বপ্নময় অতীতে বিলীন
তুমি ছিলে ;   তুমি ছিলে মমতার ছোঁয়াটুকু নিয়ে
হৃদয়ের শঙ্খে ডাক দিয়ে
এসেছিলে মানসী প্রতিমা।

মৌন অপেক্ষায়
কতো দিন কতো রাত্রি যায়
শুধু মন জুড়ে
স্মৃতির শিশির ঝরে পড়ে
তবুও একাকী আঁখিজলে
ফাল্গুনের ফোটা ফুলদলে
তোমার সুরভি রাখি বাসনার ক্লান্ত অবিভবে
তুমি আছ, তুমি শুধু একটি ধূসর অনুভবে।

সীতা

আমার স্মৃতির অশোক কাননখানি
তোমার তরে রেখেছি আমি সীতা
চাওয়ার ছড়ে পাওয়ার বেহালায়
বন্দিনী তুমি হবে নাকি মোর সীতা ॥

সীতা আমার প্রেমের অসীমকে
বাঁধতে চেয়ে তোমার সীমানায়
বেদন সুরে কোমল আঁধার নামে
মঞ্জরিত অশোক কানন ছায় ॥

প্রেমের দাহ মনের মোহনায়
আছড়ে পড়ে আবার মুছে যায়
দুখের কাঁপন জাগায়ে বেহালায়
সোনার হরিণ পালায় দ্রুত পায় ॥

সীতা, আমার অশোক কানন জুড়ে
থাকবে শুধুই স্বর্ণমৃগ হয়ে
চিরদিন কি তোমার আঁধার পথে
ঘুরব কেবল দুখের বোঝা বয়ে ॥

সৃষ্টি, স্থিতি ও সত্তা

যদিও শেষের সীমা ঢাকা আছে কবোষ্ণ কালিতে
অন্তবিহীন সুদূর ঘিরে মন্ত্র গাঢ় মেঘের পশরা
যদিও প্রাণের চলা নিরবধি মরণের স্রোতে
মহাকাল মঞ্চ জুড়ে নটরাজ নাচে
প্রলয়ের তালে তালে অনাদি অনন্তকাল ধরে
রুদ্রের প্রসন্নমুখ তবুও সৃষ্টির গান করে
সুপ্ত প্রাণের বীজ হেসে ওঠে শুষ্ক ফুলদলে।

স্বপ্নের সমাধি আমি কখনো দেব না।
শস্যের সবুজে আমি চিরদিন গান গেয়ে যাব
জীবনের সীমিত সবুজে ক্লান্তির শিশির যদি ঝরে
নেবনা অঞ্জলি ভরে। সময়ের শূন্যতায়
ঝরে যাবে দুঃস্বপ্নের শুষ্ক যত ফুল।
চিরদিন মমতার মাটির উঠানে
জ্বলবে প্রাণের স্পর্শে অমৃতের স্নিগ্ধ প্রদীপ
যদিও ক্লান্তি নিয়ে প্রতিরাতে নিবিড় আঁধারে
ঘুমাব সবাই। তবু, ওগো মৌন মহাকাল!
সোহাগের স্পর্শ নিয়ে প্রতিদিন ঘুম ভাঙবে
সেই চির অনির্ব্বাণ প্রাণের সকাল!

ভালবেসেছিলে ?

ভালবেসেছিলে ?
হয়তো হয়তো কোন দেবদারুছায়
একটি সাক্ষী রেখে কৃষ্ণচূড়ায়
বকুলগন্ধমাখা বসন্তবায়
একান্তে তাকে তুমি কাছে পেয়েছিলে ?

ভালবেসেছিলে ?
ঘুম ঘুম চেতনায় সোনা হয়ে গলে
সূর্য যেমন চলে গোধূলির কোলে
আকাশ যেমন মেশে সাগরের নীলে
তেমনি তেমনি করে তাকে পেয়েছিলে ?

ভালবেসেছিলে ?
টুকরো টুকরো কতো মেঘ ভেসে চলে
তোমার প্রেমের কথা চুপি চুপি বলে
তোমার ব্যথার ধূপ তাই জ্বলে জ্বলে
একটু একটু মেশে অশ্রুসলিলে।

ভালবেসেছিলে ?
রঙ তুলি নিয়ে আজ স্মৃতির রেখায়
আঁকো বুঝি তার মুখ ব্যথায় ব্যথায়
সে মুখে রাঙানো রেখা না বলা কথায়
কতো কি বলতে চেয়ে কিছুনা বলেই—
তাকে তুমি ফেলে এসেছিলে ?

পুরোনো নেগেটিভ

স্মৃতির নেগেটিভে শুদ্ধ মুখ মেলা
তাদের খুঁজে খুঁজে শুদ্ধ সারাবেলা
মুখর অতীত স্থির ধূসর গোধূলিতে
মধুর দিনগুলি মলিন নেগেটিভে
যদিও আকাশ নীল মহাকাল-ছন্দে
অঢেল চাঁদের সোনা জলের বিভঙ্গে
বিগত দিন তবু মনেব ডার্করুমে
স্মৃতির জলে ধুয়ে হাসির ছোঁয়া নিয়ে
হবে কি উজ্জ্বল মনের ফটোগ্রাফে !

তবুও নেগেটিভ যত্নে তুলে রাখি
যদিও মাঝে মাঝে ব্যথার পলি পড়ে
বিস্মরণের ধুলি জমা হয় থরে থরে
এ·মন কেমন করা বিবস দিন শেষে
অতীতে ফেলে আশা দিন যে ভেসে আসে
নিজেকে ভেঙে ভেঙে স্মৃতির মেঘে মেঘে
রেণু রেণু মিশে যাই পুরোনো মুখ দেখে
বৃষ্টি জলে ধুয়ে আকাশ নীল হয়,
পুরোণো নেগেটিভ সে জলে ধুয়ে রাখি
ভিতর বাক্সেতে যত্নে তুলে রাখি
তবুও মলিন দিন ত্রিকালের ছন্দে
হবে না উজ্জ্বল মনের ফটোগ্রাফে !

শুধু থেকো স্মৃতি হয়ে

সব স্বপ্ন গেছে টুটে। নিষ্প্রভ হৃদয়
পরেছে কণ্ঠে তার শুষ্ক জীর্ণ ছিন্ন প্রীতিহার
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে মনের সমুদ্র দেখ স্থির
ভরাট দীঘির বুকে ঢেউহীন মায়াবী বিস্তার
স্মৃতি রোমন্থন শুধু বর্ণহীন শুষ্ক ফুলহার
রাত্রের মায়াবী জালে এই কি গো ফুল উপহার।

মুছে ফেলি এ মনের ধ্রুব আশা যত। অবহ সন্তাপে
ভেঙে ফেলি স্বপ্নসৌধ গড়া ; বসন্ত তুহিন ভেঙে
ছুটে এসে চলে যাক মায়াবী হরিণ ; শুধু থেকো
স্মৃতি হয়ে। স্নায়ুতে শোণিতে আর প্রাণময় প্রতি অনুভবে।

নববর্ষ

অতীত দিনের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
ঝরে ঝরে যাক আঁধার তমিস্রাতে
রাত্রি-অমায় সূর্যের প্রতিভাস
আগমনী তার হৃদয় শঙ্খ রাগে ॥

এ আঁধার পটে ব্যথাম্লান তারা জ্বলে
অমেয় অমায় ঝরে যাক তারা সব
হৃদয়ে আমার অপার আশায় জ্বলে
নূতন তারার অমলিন বৈভব।

প্রাণের শঙ্খে নূতন সূর্য ডাকো
পৃথিবী ভাসুক সবুজ খুশীর বাণে
নবধারাস্নানে হোক রাখীবন্ধন
নূতন বর্ষ ভরুক স্বপ্নে গানে।

বর্ষশেষের রাত্রির শেষ যাম
ভেঙে দিয়ে ত্বাথ নূতন সূর্য হাসে
শ্যামলে সবুজে লিখেছে আপন নাম
তারি সৌরভে পাখী গায়, ফুল হাসে।

আবার মানুষ হয়তো সুস্থ হবে
নূতন রশ্মি ছড়ায়েছে মেঘে মেঘে
সেই প্রত্যয়ে আবার ফুটিবে ফুল
জাগবে পৃথিবী সোনালি স্বপ্ন-রাগে।

বিষাদ

এ বিষাদ প্রত্যাদিষ্ট। এ প্রতীক্ষা গূঢ় আকাঙ্ক্ষায়
আনে তবু চাতকপিপাসা। জানি এতো ভুল
মনের আঁধারপটে ঝরে ঝরে পড়ে যাক ফুল,
তবুও আকাঙ্ক্ষা জাগে। ফাল্গুনের আলোছায়া দিনে
অকারণে করে টলমল
যৌবনের পদ্মপত্রে একফোঁটা জল।
বেদনা নিলীম কতো রাত্রি নামে; ক্ষণিকের রঙ্গমঞ্চ
মুখরিত হয়। সব মোহময়, তবু—
স্নায়ুর তন্ত্রীতে জাগে ব্যথাভরা গান
মন জানে, প্রতিদানে বিচ্ছেদ, ক্ষোভ ঘৃণা কিছু অভিমান
উন্মাদ প্রকৃতি তবু ঢেউ তোলে ঝড়ের মাতনে
সবশেষে চায় গান, চায় ফুল, এ হৃদয়—
একটি কোমল ছোঁয়া চায়।

কোমল গান্ধার

এখনো কৃষ্ণচূড়া গোধূলিবেলায় রচে কি সুনিবিড় মিলন স্বপ্ন
এখন মরাডালে শীষেরা উঁকি দেয়
আসবে বুঝি তার সে মধুলগ্ন ॥

কাজলা মেয়ে তুমি মঞ্জরিত দেহ সেতারে আনগো নূতন সুর
জীর্ণ দেহ শাখে ফুলের স্বপ্নে
এ মরা যৌবন করো মধুর ॥

এখনো প্রকৃতির হৃদয় নিংড়ে এ মনে ভেসে আসে পাখীর গান
শিশির ঘাসে ঘাসে মুক্তো হয়ে হাসে
তাই এ ভাঙা বুকে রাঙানো তান ॥

আমার যৌবন ব্যথিত মরা নদী খুঁজছে প্রতি বাঁকে অন্ত্যমিল
স্থির ডানা মেলে হৃদয় শূন্যে
ভাসিছে কামনার শঙ্খচিল ॥

শুনেছি রূপকথা রাজকুমার যায় পেরিয়ে সুখ দুখ মধুর স্বপ্নে
সোনালি এলোচুলে ডাগর নদীকূলে
প্রেয়সী বসে তার মিলনলগ্নে ॥

এ দেহ রূপকথা রাঙানো মন চায় আমার সুরে সুরে তোমার গান
আমার প্রাণে প্রাণে তোমার প্রাণ গেঁথে
তুলতে সবুজের ঐক্যতান ॥

এখনো পূর্বদিকে ভোরের রোদ হাসে, এখনো পাখীদের কাকলি তান
ব্যাকুল দেহমনে তোমারি প্রার্থনা
ভোরের আশে যেন রাতের গান ॥

মহাকাল

ক্লান্তিহীন তরঙ্গের ওঠাপড়া ধরণীর বুকে
শ্রান্তিহীন ঢেউয়ের গর্জন, তুফান, জলদ অভিসার
পাখীদের অবিশ্রাম কলতান, শুভ্র প্রাণের ফুলফোটা
দ্যুলোক-ভূলোক কত্তো প্রাণময়, মধুময় সব
মধুময় বন্যাহীন জ্যোৎস্না ; ওপরে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থির
অথচ কী নির্মম মহাকাল!

ঋতুদল কত্তো সমারোহে ক্লান্তিহীন আসবে যাবে
শীতার্ত শুষ্ক শাখা হেসে উঠবে বসন্তের কিশলয়ে
অসীমের চিন্তায় ক্লান্ত হবে কল্পনার সীমা
তারপর তুমি আমি দূরে চলে যাব
শূন্যতার হৃদয়ের মাঝে আবার ঘুমাবো।
পৃথিবীর অনন্তের সৌরভের ভাগ নিতে নিতে
অমৃতস্য পুত্রা সব মৃত্যুর কবলে স্থির হবো।
তবুও থাকবে কিছু। আমরা অতীত হবো
অমৃতের বার্তা বয়ে আসবে চির বর্তমান কাল
চিরদিন ছুঁয়ে যাবে নিষ্ঠুর দরদী মহাকাল!

অনুভব

বন্ধুরা সব হারিয়ে গেছে কবে ?
কাছের মানুষ স্বজন বন্ধু নিকট প্রতিবেশী
কখন তারা হারিয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে
নীলাংশুক রাত্রি আজ আমার প্রতিবেশী
বুকের ক্ষত ছড়িয়ে আছে তাঁরার কিংশুকে।

এ নদীটি ছিল সমুদ্র স্বাদ নিয়ে
আজ স্তূপাকার ব্যথাময় পলি পড়ে
যেন মহাকাল নির্ব্বাক হয়ে আছে
বালিয়াড়ি ভেঙে আসবে কি কোন স্রোত
উল্লাসে ছুটে যাবে সমুদ্র-দেশে।

তুমি গোলাপের মতো

তুমি তো গোলাপের মতো শান্ত কমনীয়
পাঁপড়ির ভাঁজে রেখে নন্দনের অমেয় নির্যাস
আজন্ম সুরভি নিয়ে সকাল সন্ধ্যায়
শীতার্ত দেহমনে কী উত্তাপ আন !

তুমি তো গোলাপের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর
অসীম প্রেমের স্বাদ দেহের সীমায়
নিয়ে পরতে পরতে মেলে হৃদয়ের দল
চিরদিন এ পথিকে আরো কাছে ডাক ।

দুটি কবরের সামনে

তোমরা ঘেঁষাঘেঁষি শত্রু দুইজন
বেশ তো শুয়ে আছ দুজনে পাশ ঘেঁষে
জীবনে প্রতিবেশী শত্রু পাশাপাশি
কথার প্রগলভতা, হিংসা রেষারেষি
কোথায় গেল সব ? অসীম স্তব্ধতা
আঁধারে ঢাকা ঘরে তোমরা গাঢ় ঘুমে।

মাটিতে জীবনের পশরা বয়ে যায়
চিরন্তন ভেবে চেতনা মোহময়
যদিও গাছে ফুল, পাখীরা গান গায়
তবুও সবাই যাবে আঁধারের মোহনায়।

তোমরা জানতে সবই, তবু
দুদিনের মঞ্চে এসে শকুনির পাশা খেলে খেলে
অযথা সরল পথে ভ্রুকুটির লুকোচুরি খেলে
শেষ অঙ্কে মিলেছ দুজন ?

বিরাট আঁধার বুকে নিয়ে
দুজনে ঘুমাও গাঢ় ঘুমে।

নিদ্রিত বাসনা কাঁদে

ঘুমায়ে পড়েছে ঐ তারাভরা রাতের আকাশ
ঘুমায়েছে যুথী, যুঁই, চম্পা. চামেলী
মিশেছে আমার রক্তে কামনার মদির বাতাস
পৃথিবী নিঝুম আজ, অন্ধকারে পাতায়ে মিতালি।

হৃদয় সমুদ্র আজ ভাবনার অসংখ্য ঢেউ নিয়ে
ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়েছে, জেগে আছে স্মৃতির প্রহরী;
শায়িত চেতনাটুকু বিষাদের ক্ষত বুকে নিয়ে
দেশান্তরে ব্যপ্ত হল, রেখে গেল অনন্ত শর্ব্বরী।

অলস স্বপ্ন নিয়ে রাত্রি হল ঢের
স্মৃতির দিগন্ত জুড়ে কামনার ত্রাস্ত আনাগোনা
সবুজ আকাঙ্ক্ষা ঘিরে ছায়া বিষাদের
হৃদয়বেলায় কাঁদে মূর্তিমতী বাসনা কামনা।

পুষ্পিত ইচ্ছা যদি আলেয়ার পিছে ছুটে মরে
ব্যর্থ রাত্রি গুণে গুণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনীর মতন,
অথবা মৃত্যুর কাছে জীবনের প্রার্থনার মতন,
তপ্ত আঁখিজলটুকু ফেলে যাব রাতের শিশিরে।

স্বপ্নলোকের চাবি

মনের নির্জন প্রান্তে যে স্বরচিত ঘরগুলি
রেখেছ তোমরা—তালাবন্ধ ; ধুলি পরিকীর্ণ
কবোষ্ণ মনের যত মোহ গ্লানি
স্তরে স্তরে জমে ওঠা পলি
রুদ্ধদ্বার আরও শক্ত করে।
মরচে ধরা তালার ওপর জ্ঞানপাপী মাকড়শা
কেমন নিশ্চিন্তে জাল বোনে।
অসহ, অবহনীয় জ্বালা ! অথচ
সে চাবি তোমরা হারালে কোথায় ?

আত্মঘাতী প্রতারক মোহের অর্গল
ভেঙে দিয়ে চাবি আন। আলোক প্রত্যাশী
ঘরের রুদ্ধদ্বার খুলে দাও। দর্পণে তাকিয়ে ত্যাখ
আঁধার চাদরে ঢাকা হীরা-পান্না-মুক্তার দ্যুতি।
ছদ্মবেশ খুলে ফেলে শূন্য বক্ষে জ্বালাও প্রদীপ !

দুই ভাই-এর মৃত্যুতে

৺সুব্রত রায় (শ্যাম) ও ৺শক্তিব্রত রায় (গোবিন্দ)-এর মৃত্যুতে

নীরব ভূমিকা নিয়ে ওরা চলে গেছে। এখন আমার
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে শুধু সেই স্মৃতি। ছড়ানো আকাশ
আর সবুজের সাথে যে ফুল আকুল হত গন্ধ বিকীরণে
তাও আজ অপসৃত। সুখ-দুঃখ-অভিমান নিয়ে
ছড়াতো প্রাণের খুশী; প্রাণের পসরা আজো আছে,
শ্যাম ও গোবিন্দ শুধু ধূসর স্মৃতির মতো ওই ম্লান দিগন্তের পারে
ক্লান্তিতে ঘুমায়ে আছে প্রশ্নহীন আকাশের কোলে।

দুই অপার বিস্মৃতি মাঝে ফুটে ওঠে জীবনের ফুল।
হঠাৎ দুইটি ফুল ঝরে গেল কোন এক মূক অভিমানে
বিদীর্ণ অঙ্গার নিয়ে বিনা প্রতিবাদে। অথচ হৃদয় ভরে
ছিল প্রেম, দুচোখে স্বপ্ন ছিল সৌর আলোর;
সব যেন গতস্মৃতি, ওরা আজ দেয়ালেতে ছবি হয়ে আছে।

হে নৈঃশব্দ, হে নির্বেদ, হে আমার মৌন মহাকাল।
বলনা আমাকে, জীবন সুন্দর তবু কেমন সহজে
এক পৃষ্ঠা থেকে চলে আরেক পৃষ্ঠায়। কেমন সহজে
উপেক্ষায় চলে যায় স্বজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস,
ভায়ের করুণ চোখ, বাবা-মার অশ্রুনিষেক।

তবুও স্বপ্ন জাগে

সময়ের বোঝা বয়ে ক্লান্তি নামে দেহমন ঘিরে
তবুও ধ্রুপদী আশা পদ্মপত্রে করে টলমল
এ যেন জীবন থেকে পলায়ন নিঃসঙ্গ আঁধারে ॥

কামনা বেপথু পথে ঘুরে ঘুরে সময় হারাই
কী অসীম শূন্যতা এ মনের নির্জন দর্পণে
তবুও স্বপ্ন বোনে বারে বারে আমার ইচ্ছাই ॥

নিঃসঙ্গ আঁধারে ক্লান্ত, তবু আমি আলোর পথিক
আহত সত্তা তবু প্রাণের গভীরে জ্বালে হীরকের আলো
ক্লান্ত প্রাণে আত্মা তবু হতে চায় আলোর ঋত্বিক ॥

অসীমের পানে কত বিভঙ্গে উত্তালে ছোটে সিন্ধু
কতো আবর্ত বিক্ষত পথশেষে ক্লান্ত আত্মা সূর্যস্বপন দেখে
তবু ভীরুমন শিখা হতে চায়, অশ্রু মুক্তোবিন্দু।

নজরুলে

আসে নাক' আর সেই সব প্রিয় দিন
অগ্নিগর্ভ কল্পলোকের বীণ
আজ ম্রিয়মান, ধূসর স্মৃতিতে লীন
ফুলের জলসা, কবি মূক সমাসীন
নীরব চোখের ভাষায় কি যেন বলে !

সর্বহারার রাজা নিয়ে বৈভব
মুঠি মুঠি করে ছড়ায়ে করেছ খেলা
বুকের পাঁজড়ে সাম্যের অনুভব
সবহারাদের রাজার এ কোন খেলা !
উৎপীড়িতের ক্রন্দন সাথীহারা
গোধূলি আকাশে শুকতারা হয়ে জ্বলে !

ও গাছে কুসুম বিত্তে ও বৈভবে
ফোটে নাক' আর হৃদয়রক্তরাগে
অশ্রু রক্তে গোধূলি আর না জাগে
হৃদয় স্তব্ধ কল্পের অবিভবে
স্মৃতির মুকুরে দেখতে পাচ্ছ নাকি
অগ্নিবীণার অগ্নিবিন্দু জলে !

হাইকু

১। পদ্মপাতায় জল টলমল, তায় সূর্যের ঘটা
জীবন যেন অন্ধকারে আলোর মৃদু ছটা।

২। আমার অশ্রু শিশির হয়ে ঝরে,
সবুজ ঘাসে ঘাসে মুক্তা হয়ে পড়ে,
স্বাতী তারকার অশ্রু বিন্দুতে
মুক্তা জন্মায় যেমন শুক্তিতে।

৩.। রাতের স্ফটিক নদী চাঁদের আলোয়
রূপালী ওড়না পরে মিতালি পাতায়
চাঁদ আর তারাভরা অসীম আকাশ
বুকে নিয়ে ছলছল প্রেমগান গায়।

৪। সোনালি ধানক্ষেত হাওয়ায় নেচে যায়
সঘনে ঢেউ নাচে ভরাট দীঘিটায়
কে কাকে হারাবে জানতে মন চায়।

৫। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া হাজার ছায়ামেঘ
ওরা কি স্থির হয়ে স্মৃতির জাল বোনে
আমারো মনে অজে স্মরণ-ছায়া-মেঘ
অতীতে ফেলে আসা স্মৃতির দিন গোনে।

৬। পাখীরা গান গায় গাছেরা শুধু শোনে
বাতাস গান গেয়ে নীরবে ঢেউ গোনে
এ-যেন সকলেই ত্রিকাল ছন্দে
এ-ক্ষণ জীবনে কালের গান শোনে।

৭। গোধুলি আকাশ শান্ত মহিমায়
ফলিত হয়ে আছে স্তব্ধ দীঘিটায়
গাগরি ভরণে নিও না জল বধু
আকাশ ভেঙে যাবে যদি-ও-দোল খায়।

৮। সূর্যমুখীর যত গান সব দিনের আলোয় বাঁধা,
আঁধারে জীবন আলোর কাঁপন সূর্যের হাতে বাঁধা!

৯। গ্রীষ্ম ॥
রুদ্রের বহ্নি গ্রীষ্মের আকাশে
আগুনের হলকা বৈশাখ বাতাসে
চারিদিক নিঃঝুম, নিঃসীম শূন্য
ক্লান্ত কাকের রব গ্রীষ্মের সাক্ষী।

১০। বর্ষা ॥
আকাশ উপুড় করে ঢালছে
শ্যামল সবুজ খুশী মাখছে
চাতক অসহ সুখে নাচছে
প্রকৃতি-কবির খুশী কাড়ছে।

১১। শরৎ ॥
শরতের মেঘ সোহাগ জানায় আকাশে
কাশের লহরী চামর দোলায় বাতাসে
জীবন এখন মুখর ললিতে বিভাসে।

১২। হেমন্ত ॥
হেমন্তের খুশী মাটিতে নীলিমায়
খুশীর বাণ ডাকে প্রাণের পশরায়,
তবুও গাছ কাঁদে শীতের ইশারায়
নিশার সুর যেন গোধূলি-বেহালায়।

১৩। শীত ॥
শীতের বনানীতে পাতার মর্মর
জীর্ণ শাখা কাঁদে, কাঁদিছে অম্বর
শুষ্ক দেহটিতে বীজের প্রাণ রেখে
মলিন ফুল ঝরে বিদায় গোধূলিতে।

১৪। বসন্ত ।।

খুশীতে মেতেছে স্তব্ধ বনানী
কোকিল কুহু স্বরে মাতায় ধরণী
অজানা শিল্পীর সুষমা বয়ে এনে
নীরবে প্রজাপতি ফুলের গান শোনে।

১৫। তারার চুমকি দেওয়া নীলশাড়িতে
আকাশ দাঁড়ায়ে আছে দূরে
আলোর ফুলকি খুঁজে রাতের আঁধার
নীরবে চলেছে অভিসারে।

১৬। ক্ষণিক অবসরে অতীত ভীড় করে
হেমন্তের শেষ, শুকনো পাতা ঝরে
আমারও অতীত আজ মলিন স্মৃতি নিয়ে
শুকনো পাতা হয়ে সবুজ ঘাসে ঝরে।

১৭। সুদূর পশ্চিমে ট্রেনটি ছুটে চলে
গাছের ছায়াঘেরা মাটির ঘর থেকে
কিষাণ বধূ এক অবাক চেয়ে থাকে
মাটিতে গাছে মেঘে গোধূলি রঙ্ খেলে।

একটি শিশির বিন্দু

কালের পুতুল বালুকাবেলায় . আরেক পৃথিবী গড়ে
ভিন্ন মন নিয়ে জ্বালে দীপশিখা, কালের হাওয়ায় নড়ে
আমার কবিতা ক্ষণ-দীপশিখা, তারার মেলায় জোনাকীর মতো
জীর্ণ দেহে জীবন-বীজ রাখা ছিন্নবৃন্ত ঝরাফুলের মতো
দেখবে পথিক পদ্মপাতায় ক্ষণিক জলের বিন্দু
অথবা শ্যামল ঘাসের মেলায় একটি শিশির বিন্দু।

নৈঃশব্দ : স্মৃতি : তর্পণ

আমার নির্বেদ আজ শঙ্খে ডাক দিয়ে
এনেছে নিঃশব্দ সন্ধ্যা। এখন নির্জনে শুধু
স্মৃতি উত্তোলন। বুকের গভীর এই ক্ষত
ছুঁড়ে দেয় মুঠো মুঠো যন্ত্রণার সোনা।
এ এক অসহ জ্বালা, এই সন্ধ্যা, এই নির্জনতা
অমেয় সুরভি ফেলে নীলকণ্ঠ ব্রতে বেঁচে থাকা।
আমার সকল স্মৃতি বিবর্ণ ছাইয়ের মতো ওড়ে,
আকাশ মাটি ও মনে রোদ্দুরের গান
যেন এক ধূসর রঙের পাণ্ডুলিপি ;
কি চেয়েছি আর আমি এ জীবনে কিই বা পেয়েছি
বিষপানে নীলকণ্ঠ বীতশোক আমি ;
সীতার পাতালে যাওয়া, গাঙুড়ের জলে
বেহুলার ভেসে যাওয়া—সেইসব স্মৃতি
নূতন সান্ত্বনা আর আনেনা এখন।
বিষে শিব নীল হ'ল, ক্ষোভের আগুনে জ্বলে ক্রুশবিদ্ধ যীশু
সে কাহিনী তোলা থাক ; আমার অঞ্জলি ভরে
দাও ফুল, প্রেম, গান, সৌরকণা, প্রশান্ত সন্ধ্যা
একটি সন্ধ্যাও যেন রেখে যেতে পারি পূর্ণ করে।
দেয়ালে প্রহৃত হয়ে এ প্রার্থনা ফিরে ফিরে আসে
মথিত হৃদয় থেকে উঠে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস
ইচ্ছার নক্ষত্র তবু জ্বলে যায় মৌন শূন্যতায়।
সন্ধ্যা লুকায় মুখ আঁধার কুলায়। তবে তাই হোক
এই শূন্য ঘরটিকে ভরে দিয়ে যেতে, হে মৌন প্রদোষ।
আমি কোনদিন তোমাকে কথক হতে আর বলব না।
চেতনার শঙ্খে ডাক দিয়ে হে সন্ধ্যা মৌনতা আমার।
তর্পণ করবো সেই ফেলে আশা নীলকণ্ঠ স্মৃতি।

মৃত্যু

এস মৃত্যু, এস সুন্দর, এস প্রশান্ত কান্তি
এস নির্মল, এস সত্য হর দুর্গম চির ভ্রান্তি
এস করুণা, এস বন্ধু, হর ধনী-দরিদ্র ক্লান্তি
এস শান্ত, এস শীতল, প্রিয় শান্তির চির শান্তি ॥

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

সূর্য উপাসক হবো। হোক ক্লান্তি, হোক ভ্রান্তি, তবু
পৃথিবীতে চির প্রত্যাবর্তনের মাঝে অতন্দ্র বিশ্বাস বুকে নিয়ে
অস্থিতে, স্নায়ুতে আর প্রাণময় প্রতি অনুভবে
সূর্য নাম লিখে দেব।

জানি সূর্য অস্ত যাবে। আসবে আঁধারময় রাত
অসীম আঁধার পটে ঝরে যাবে ফুল। যৌবনের অমেয় সুরভি,
কথার প্রগলভতা, গভীর প্রত্যয় কিংবা প্রেয়সীর গভীর সোহাগ
বালির বাঁধের মতো ভেঙে যাবে। বর্ণহীন বিস্মৃতিতে
ঘুমায়ে পড়ব একদিন।

তবু সূর্য উঠবে চিরকাল। আত্মজ বসুধা ভরে
আলোকের স্পর্শ দিয়ে যাবে। অস্থিতে, শিকড়ে, রক্তে
ধরনীর প্রতিটি অনুতে সূর্য গেয়ে যাবে গান।
স্মৃতি বিস্মৃতির মাঝে পেয়েছি সূর্যের স্পর্শ
এসো লিখি সেই নাম সত্তার গভীরে। প্রাণের প্রার্থিত বৈভবে
সেই সত্য, সেই শিব, সেই হোক সুন্দরের গান ॥

চিরদিনের

সেই যে তোমার লজ্জা রাঙা
ভীরুচোখের বাঁধন ভাঙা
সেই যে দিন, একটি দিন
কামনাময় শব্দহীন
একটি দিন, একটি ক্ষণ
বসন্তের চিরদিনের।

ক্ষণস্থায়ী সেই যে ক্ষণ
সেই দুজনের মিষ্টি মন
তপ্ত দেহ উষ্ণ তাপ
দেহের মনের নিবিড় আলাপ
কিছুক্ষণ ; সারাজীবন
মন জুড়ে স্মৃতির রেশ,
কামনাময় সেই সে দিন
সেই সে ক্ষণ
বসন্তের আনন্দের
অনন্তের সৌরভের।

ব্যাকুল চোখ. স্তব্ধ মন
সবাক দেহ, অবাক মন
ভাল বাসার ভাল লাগার
স্মৃতির ফ্রেমে ছবি হওয়ার
তুলনাহীন সেই যে ক্ষণ
সেই যে দিন
অনন্তের সৌরভের
চিরদিনের চিরকালের।

একটি রাত নিদ্রাহীন
জ্যোৎস্নাময় শব্দহীন

দুইটি দেহ বন্ধ্যাহীন
সবাই চুপ। রাত নিঝুম
আকাশ ময় তারার ঘুম
সেই সে রাত রূপকথার
সেই সে ক্ষণ চুপকথার।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাই
তেপান্তরে ছুটে পালাই
তুমি ছোটাও আমি ছোটাই
অনেক দূর—দূর-সুদূর
বাস্তবের রূপকথার
মেশামেশি তোমার আমার
সেই সে ক্ষণ, সেই সে দিন
বসন্তের আনন্দের
অনন্তের চিরদিনের।

হারিয়ে গেছে অনেক দিন
সেই যে দিন ক্ষণিক দিন
দুই দেহের দুই মনের
দুই মুখের দুই চোখের
দুই সীমার সেই অসীম।

হারিয়ে গেছে সুরবাহার
সেই যে ক্ষণ চুপকথার
সেই যে রাত রূপকথার
ক্ষণস্থায়ী চিরন্তন
সেই সে দিন, সেই সে ক্ষণ
অনন্তের সৌরভের
চিরযুগের চিরদিনের।

স্বাতী

নির্বাক বেদনার রঙে স্বাতীর দুচোখ হল
দুঃখের কবিতা। আকাশ বাতাশ জুড়ে বিদায়ের সুর,
না-বলা অনেক সুর ঘরজুড়ে ঘুমায়ে রয়েছে;
সারাঘর স্মৃতিচিহ্ন। দুঃখের কবিতা ভরা স্বাতীর দুচোখ
দেখেছি পড়েছি আমি সমস্ত অনুভূতি দিয়ে।
স্বাতীর উত্তাপ আজ স্মৃতি হয়ে গেছে।

আমার সকল দগ্ধ রাত্রি-আর দিন
কেটে গেল অগ্নিস্নান করে। তবু স্বাতীর দুচোখ
কঠিন মায়ায় শুধু থেকে গেল স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

ঝাউবনে হাওয়া বয় দীর্ঘ এক নিঃশ্বাসের মতো
দিগন্তরেখায় কাঁপে বিষণ্ণ গোধূলি।
সন্ধ্যার শুকতারার মতো সাথীহারা আমার দুচোখ
করুণ কান্নার মতো চেয়ে থাকে। নেই, স্বাতী নেই—
স্বাতীর উত্তাপ আজ ঘরজুড়ে স্মৃতি হয়ে আছে।

শ্রীমধুসূদন

জীবন যেখানে স্থির ছন্দের সীমিত সীমায়
একই বৃত্তে ঘুরে ঘুরে কালীদহে আঁধার নিঃশ্বাস
শুনেছিল। কিংবা সেই গাঙুড়ের জলে
বেহুলার আর্তস্বর জলের নূপুরে, সেই একই কথকতা
বোধের সীমায় আর রুদ্ধদ্বার মনের নিভৃতে।
উষালগ্নে একদিন কোমল প্রাচীর ভেঙে দিয়ে
ক্ষীণতোয়া কপোতাক্ষ নিয়ে এল সমুদ্রের গান।

অতীতের ভিত খসে, পুরানো ফসিলে
সমুদ্র ঝটিকা ক্ষুব্ধ, মেঘে মেঘে অশনি সংকেত
বজ্রে শুধু বিদ্রোহের গান। ভেসে যায় ক্ষীণ স্বর
ছন্দ ভাঙে তাল কাটে, পুরানো বিন্যাস
এখন আঁধারে স্তব্ধ। আরেক স্বর্গের উন্মোচনে
ছুটে চলে কপোতাক্ষ, কণ্ঠে তার সমুদ্রের গান।

এখন ঝটিকা স্তব্ধ, ভোরের আকাশ
কেমন নির্মল শান্ত, শ্যামলিম ছায়া বুকে নিয়ে
বয়ে যায় কপোতাক্ষ, জলের মুকুরে
আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে। সে আকাশ ভরে
একটি মধুর তারা জ্বলে!

যান্ত্রিক

জ্যৈষ্ঠের চোখে জ্বলা রোদ্দুর। সচল জীবন যেন
থমকিয়ে ছবি হয়ে আছে। ওপাশের কারখানা থেকে
কেবল ঘর্ঘর শব্দ—শব্দ আসে মানুষ যন্ত্রের
বিদ্যুতে যন্ত্র চলে—যান্ত্রিক মানুষ চলে
যন্ত্রে মানুষে আর তফাৎ কি আছে কোনখানে!

পাঁচটার ভোঁ পড়ে। পিল পিল সার দিয়ে
শ্রান্ত শ্রমিক হেঁটে চলে। নির্ব্বিকার, উদাসীন
জীবনের সব আশা পেষণ যন্ত্রের মাঝে রেখে
ক্লান্ত শ্রমিক চলে। একই পথে হাজার হাজার
গরু-ভেড়া-ছাগলের পাল সার দিয়ে চলে ঘরপানে!
পড়ন্ত রোদের বেলা ওরা সব মিশে একাকার।
হে সভ্যতা! যান্ত্রিক বাঁধনে তুমি বেঁধে রেখে মানবসত্তাকে
উপহার দিলে শেষে এক একটি ভেড়ার জীবন!

আহা ওরা ঘরে যাক। বলি দেওয়া ওদের জীবনে
আসুক সোনালী দিন,—রুদ্ধবাক তপস্যার শেষে
হে সভ্যতা! দেবে না কি একটু আশ্বাস
সুস্থ সহজ দিন—সোনাঝরা কোমল সন্ধ্যা!

মে দিবস

মূক মুখে সয়ে যুগসঞ্চিত গ্লানি
জীবিকার ভারে আয়ুর প্রহর গুণে
কেটে গেছে কতো সবুজ সোনালি দিন।
শত শতকের নিষ্ঠুরতার চাবুক নিয়ন্ত্রণে
সমাধীতে রেখে ভীরু কাঁপা শ্বাস।
নির্বাক ভাষাহীন,
শতাব্দীপারে আজ এনেছ কি
রক্তের লাল দিন।

শ্রমিক, তুমিত সূর্যের সন্তান।
যদিও নিষেধ গড়ল দুর্গ সূর্যকে দেখবার ;
সূর্যোদয়ের আগেই পেষণ শুরু
সূর্য পালালে আঁধারের বুকে শেষ।
হে শ্রমিক, আজো শোণিতে তোমার
শুনছ কি তার রেশ।

শতাব্দীব্যাপী পূর্বসূরীর ভীরু সমাধীর বুকে
কান্না স্তব্ধ ; নির্বাক ভাষাহীন ;
কোটি মানুষের শোণিতের স্রোতে ভেসে
আজ এসেছে কি রক্তের লাল দিন।

নূতন আশার বৃত্তে

একাকী নির্জন ঘরে স্মৃতিচারী দিনে
বেদনারা ভীড় করে। পৃথিবী আমার—
জীবনের পাত্র ভরে অমেয় যন্ত্রণা
নিঃশেষে আমাকে দিলে। নীলাঞ্জন ছায়া
আমাকে রেখেছে ঢেকে; পলাশ কিংশুক
বুকের গভীরে আজো ফুটে ওঠে রক্তের লেখায়।
আমার প্রার্থনা সেত' চিরকাল ধরে
আলোকের গানে ভরে আছে। পৃথিবী আমার—
এ চাওয়ার বিনিময়ে কি দিয়েছ বল।
পথের প্রান্তে শুধু অমেয় আঁধার।

সমস্ত দৃশ্য জুড়ে আজো ফোটে বসন্তমঞ্জরী
শর্বরী খোঁপায় আজো নক্ষত্র-মঞ্জুষা
দিগন্তরেখার থেকে সূর্য ছোঁড়ে মুঠি মুঠি সোনা,
পৃথিবী আমার। এখনো আমার কাছে
তুমি এত নিরুত্তাপ কেন?

এমন নিরুত্তাপ দিনে নীলকণ্ঠ মন
নূতন আশার বৃত্তে ছবি আঁকে; সমাধীবেদ
নূতন প্রত্যয় নিয়ে যে বিশ্বাসে ফুটে ওঠে ফুল।

একটি নক্ষত্র আসে

(জীবনানন্দ স্মরণে)

গোধুলির আলোয় ছায়ায় সব পাখী ফিরে আসে ঘরে
ধানসিড়ি নদীতীরে জলের নূপুর ; আকাশের ঘন বুক চিরে
ফেরে গাঙচিল ; নীলাভ সন্ধ্যায়
একটি নক্ষত্র আসে দিগন্তের নিভৃত নির্জনে।

রূপসী বাংলা আজ খোলে তার সকল ভাণ্ডার
অন্নের সুরভি আজ ছড়ায়েছে প্রকৃতির হাটে
নদীর কিনারে ওই কাঁঠাল ছায়ায়
বেদনার্ত শঙ্খচিল ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
প্রকৃতির বুকে রেখে নিভৃত মনের সংলাপ
একটি নক্ষত্র আজ আকাশের ধ্যানের নির্জনে।

কপট বন্ধুকে

Ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

—New Testament, John, VIII, 13

With all thy faults, I love thee still.

—Cowper, The Tasx, II

আমার বুকের রাবণের চিতা নেভাও নেভাও বন্ধু আমার
ভোলানাথ আমি নই গো বন্ধু, জোনাকী মনের ক্ষুদ্র মানুষ
ভাঙা হৃদয়ের তীব্র বহ্নি নেভাবে বন্ধু,'নেভাবে কী আর ॥

কতো মানুষের ক্ষোভের আগুনে ক্রুশে ঝুলে আছে মহাপ্রাণ
পৃথিবীর অনুতাপের অশ্রু পাপের বহ্নি নেভাবে কি আর
মানুষের কালো আকাশের পটে জ্বলে ধ্রুবতারা অনির্ব্বাণ ॥

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যার ভিতে গড়লে সৌধ অবলীলায়
একটি জীবন বেদনায় নীল, নিশ্চল, স্থির প্রতিবাদহীন
বন্ধু আমার ! কি ক্ষতি করেছি, চাপালে তোমার পাপের দায় !

বন্ধু তোমার মনের পরতে কুটিল শঠতা হিংসা বিষ
মর্মের ভাঁজে চেতনার ক্ষতে ঝরায় তোমার গরল বিষ
মোহ অপচয়ে আহত পাঁজড়, তবুও ব্যথিত প্রাণে
প্রাণের স্বর্গে স্নান করে ভাল বেসেছি অহর্নিশ !

মানসী

যৌবনের মৌনপ্রান্তে ফুটেছিলে ফুলের মতন
আমার নির্বেদ তাই নেচেছিল বসন্ত উচ্ছ্বাসে,
পঞ্চশায়কে বেঁধা স্তব্ধশ্বাস পাখীর মতন
বসন্ত-ভৃঙ্গারখানি রেখেছিনু তোমার আশ্বাসে।

তারপর সেদিনের নির্বাক মুখর সেই প্রেম
ভেঙ্গে গেল একদিন দুরন্ত ঝড়ের বাতাসে,
মনের একান্তে এঁকে বিদায়ের সজল নয়ন
মিশেছিনু বসন্তের নিরুদ্ধ কান্নার নিঃশ্বাসে।

আজ তুমি চলে গেছ সুদূরে আমার দেশ থেকে
হৃদয় সমুদ্র থেকে গড়ে ওঠা তুমি তিলোত্তমা -
জাগর দু'চোখে কিগো আঁকবে না স্বপ্নসৌধ গড়া
আর কোন বসন্ত কি ছড়াবে না মায়া মাধুরিমা।

যুগে যুগে আসে প্রেম তোমার আমার ছায়া বয়ে
তবু তা অতৃপ্ত রয়—বসন্তবাতাস গেল কয়ে ॥

শতাব্দীর সূর্য

সূর্যস্নান করেছে পৃথিবী।

শ্যামল বাংলা তার মোহময় দ্বারপ্রান্তে একা
তৃষ্ণার অঞ্জলি পেতে আলোক প্রত্যাশী
দেখে সে যুগের শেষে ধ্যানের নির্জনে
আলোর প্রার্থনা আসে ঋষিরূপ ধরে,
জীবনের অবলুপ্ত চেতনায় শুয়ে থাকা কথা
রূপের আড়াল থেকে ভেসে আসে অরূপের গানে।
নূতন আলোকস্নানে জন্ম নেয় আরেক পৃথিবী।

শ্যামল বাংলা পূত আলোকের নবধারা স্নানে
উত্তাল আজ সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্ত গানে
অনন্তের প্রান্তে এক ঋষি আপন ধ্যানের গান শোনে।

যদিও সন্ধ্যা

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এসেছি এখানে। জ্যোৎস্না ধোওয়া
সন্ধ্যা আজো নামে। যৌবনের শুষ্ক ফুলহার
আবার পরেছি কণ্ঠে ; ভগ্ন চূর্ণ স্মৃতিরেখারাশি
আমার হৃদয়ে কাঁপে, অন্তিম প্রতীক্ষালগ্নে
চেতনার প্রতি বাঁকে, শ্রুতির আড়ালে।

কাকচক্ষু দীঘি নাচে হাওয়ার নিঃস্বনে
কোমল দীঘির পাশে হেসে ওঠে ফুল।
পুরানো অনেক স্মৃতি ভীড় করে আসে। আকাশ নিভৃতে
নির্জন সন্ধ্যার সাক্ষী মৌন শুকতারা। আমার বুকের
নিভৃতে লুকানো এক তারা নিভে গেছে।

মনে আসে টুকরো কথা, ছেঁড়া-মেঘ-স্মৃতি
ভগ্ন স্মরণরেখা ঘিরে আসে প্রেয়সী সুরভি
যৌবনের মৌনপ্রান্তে ঝরে পড়ে একটি নিঃশ্বাস
মধুমালতীর বুকে আজো আসে সোনালি ডানার প্রজাপতি

স্মৃতির সোপান বেয়ে নির্জনতা হাঁটে। ধূসর মুকুরে
মলিন প্রেয়সী চিহ্ন এসে এসে কেবল হারায় ; আর কতোদিন
আমার এককসত্তা স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে
তুলবে হীরকখণ্ড।

হে মৌন দীঘি আজ তোমার নির্জনে
আমার সকল ক্লান্তি তুলে নাও
ফুটুক নূতন নক্ষত্র।

অরসিকেষু

বোধ ও বোধি থেকে জন্ম নেয় তোমার কবিতা
দর্পণে অনেক মুখ ভীড় করে আসে
পৃথিবী আকাশ আর পুষ্পগুচ্ছ, মানুষ, সবিতা
সাজায়ে কবিতা লেখ অরসিক জন মৃদু হাসে।

হয়তো তোমার মন এখনও পুষ্পের ছোঁয়া চায়
চায় কিছু বর্ণগন্ধ, হৃদয়ের মূর্ত সমারোহ
রূপ রস গন্ধ গান প্রজ্ঞার খোরাক জোগায়
কুঞ্চনে বিকৃত মুখ অরসিক – প্রাণ দুর্বিসহ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় সাক্ষী প্রকৃতির রূপরেখা এঁকে
নূতন জগৎ গড়ো মানুষের আলোছায়া নিয়ে
পৃথিবী আকাশ আর এ মনের অতলান্ত লোকে
ডুবে গিয়ে মুক্তা আন, নীরস নির্বোধ ছাথ হাসে।

এখনো সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে মাথার ওপরে
ঘাসের সবুজ শ্যামে প্রজাপতি, রমণীয় পুষ্প সম্ভার
নিভৃতে সাজায়ে রাখ সম্ভার সিন্দুকে থরে থরে
মরমী হৃদয় মুগ্ধ ছুঁয়ে যাবে অরূপের এই রত্নহার।

বিদ্রূপে বঙ্কিম ঠোঁট, রসহীন হাসে চেয়ে ছাথ
অরসিকে রসদান শিরসি মা লিখ, মা লিখ।

নূতন ভোরের স্বপ্নে

সূর্য সমান সকল প্রাণের কাছে
তবু বঞ্চিত রিক্ত অনেক প্রাণ
প্রাণ সূর্যের দেওয়া এই বৈভবে
প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর অনুভবে
তবু বেঁচে আছে আশাহত কতো প্রাণ।

মোহ-গ্লানি-দ্বেষ আঁধারেতে ঝরে যাবে
দূরে মহাকাল মৌনে বাজায় বাঁশি
নিজেদের গড়া বিভেদের বেড়া ভেঙে
মানুষ আবার অমৃতের প্রত্যাশী।

সবিতার আলো ঝরবে অণুতে কণায়
অমৃত ধারায় ভরবে প্রতিটি বুক
নূতন স্বপ্নে হাসবে লক্ষ ফুল
ভরবে পুলকে সুপ্ত কুঁড়ির বুক।

ভোরের সবুজে শিশির বিন্দু কতো।
সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতিটি কণায়
চির অমৃতের পুত্র আমরা সবে
হৃদয়ে জমাট আঁধার দরজা খুলে
ভরে দেব সবে সবিতার প্রীতি নিয়ে
এ-ক্ষণ জীবন সত্যের সুষমায়।

একটি কবিতার জন্যে

আমার শব্দেরা এখন মাথা কুটছে
অভিশপ্ত কামনার চেতনায়
তোমাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার জন্যে।

তোমার কোমল রহস্যের সীমানায়
যে অসীমতার গান,
তাকে কোন সীমায় বাঁধবে
আমার পুঞ্জ পুঞ্জ শব্দের স্তূপ।

সাগরের বুকে ক্লান্তিহীন ঢেউ
দূর নভোনীলিমার গায় আছড়ে পড়ছে
আমার সুর তোমার ছন্দকে খুঁজছে
একটা গান হয়ে ওঠার জন্য।

আমার শব্দ তোমার সত্তার পাড়ে
কেবল মাথা কুটছে
একটা কবিতা হয়ে ওঠার জন্য।

প্রেমের কথা

তোমরা আমার নাম দিয়েছ প্রেম
বিস্মরণের পারে আমি ছিলাম,
যুগে যুগে আমি আছি,
যুগান্তরের পারেও আমি থাকব।

কোথাও ছিলাম বিচ্ছেদ হয়ে
কোথাও ছিলাম কোমলে মধুরে,
কোথাও দিয়েছি অশেষ যন্ত্রণা।

ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে ছিলাম রহস্য হয়ে
শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম অশ্রুর মধ্য দিয়ে···

বেহুলাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে
লক্ষীন্দরকে মেরে ফেলে
গাঙ্গুড়ের জলে অনেক ভাসিয়েছি।

সীতার মধ্যে আগুন হয়ে ঢুকে
লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছারখার করে
শেষটায় তার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছি।

হেলেনের রূপের মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলে
ট্রয় নগরীকে ধ্বংস করেছি।
আর ক্লিওপেট্রা? তার চোখে
কামনামদির দৃষ্টি হয়ে ঢুকেছি
সারা রোমকে ধ্বংস করে কেমন কঠিন হাসি হেসেছি।

কোথাও আবার হরপার্বতী রূপে
স্বর্গের সুষমা এনেছি।

তবু আমাকে নিয়ে তোমাদের কৌতুহলের শেষ নেই।

আমি কিন্তু চুপটি করে আছি
যে যেভাবেই দেখুক আর
যে যেরকম ভাবুক
আমি কিন্তু সেই রকমই আছি।

সেই পুরানো কথা

একদিন আমরা সবাই চলে যাব।

একদিন আমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।
স্বজন কাঁদবে, আত্মীয় কাঁদবে, বন্ধু কাঁদবে
একদিন দু'দিন—তিনদিন—
তারপর আবার ভুলে যাবে।
আমাদের সত্তা কোথায় থাকবে তখন ?

আমরা মহাকালের যাত্রায় চলে যাব। দূরে—বহুদূরে,
সীমাহীন অনন্ত অন্ধকারের গহনে, রহস্যের নিঃসীমতায়
নিজেদের অস্তিত্বকে ভাসিয়ে দিয়ে
একদিন নীল শূন্যতায় বিলীন হবো।
বড়ো নিষ্ঠুর করুণ এ সব। তবু, একদিন আমরা সবাই যাব।

বিস্মৃতির দেশ থেকে এসে একটু আলোর-কাঁপন-লাগা এ জীবনে
'অহং'কে সার করেছি।
এই ক্ষণিক 'আমি'র খোলস ছাড়তে হবে সবাইকে।
তবু, তোমরা কেন ভাবো এ পৃথিবীটা চিরদিন তোমাদের,
আর তোমরা এ পৃথিবীর চিরদিনের।

তোমরা বলবে, 'এ আর নতুন কথা কি ? এসব ত' সকলেই জানে।'
এতই যখন জানো তখন এই ক্ষণপ্রাণ ফুলের
পরতে পরতে এত বিষ কেন ?

একটু সূর্যের স্পর্শলাগা জীবনে এত অন্ধকার রাখো কেন।
প্রদীপের সল্‌তেটা আর একটু বাড়িয়ে দাও,
কারণ একদিন আমরা সবাই চলে যাব।

ডুবুরি

মাঝে মাঝে ডুব দিতে ইচ্ছা হয়
ডুবুরির মতো, পরিচিত দৃশ্য ও জগৎ থেকে
দূরে, সমুদ্রের অতল আহ্বানে
সাড়া দিতে ইচ্ছা হয়। যেমন ডুবুরি
যায় আরেক জগতে, ডুব দিয়ে
মুক্তো তুলে আনে।

কেননা জীবন যদি বিষ বাষ্পে ভরা
কখনো তেমন মনে হয়,
ডুব গিয়ে মুক্তোর খোঁজে, আরেক জগতে
যাওয়া ভাল। খোঁজা শেষ হলে
উঠে এসে দ্যাখ স্থির জলে
ফলিত হয়েছে নভ, আরেক আকাশ।

আমরা বাঙালী

অতীতের বিপুল গৌরব আর কিছু পরচর্চ্চা নিয়ে
শূন্যগর্ভ অহঙ্কারে আমরা বাঙালী
ভঙ্গীতে তির্যক আর খৈ-ফোটা বঙ্কিম ভাষণে
নিত্য তুফান তুলি চায়ের আসরে, পেয়ালায়
রকেতে গলির মোড়ে কিংবা রেস্তোঁরায়
বিপ্লবের দামামা বাজাই। বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গী নিয়ে
ঘরে ফিরি, কেননা আমরা এক অগ্রণী জাত।

ঐতিহ্য মশলাদার সিগারেটে জমা, ছেড়ে দিই
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। কৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি সব,
এদিকে ঘরেতে গ্যাখ "ভাঁড়ে মা ভবানী"
কলসীতে নিশ্চলা তিনি সদা সর্বক্ষণ
শূন্য কলসী বাজে বেশী তাইতো অনুক্ষণ!

কিসের টানে ঘুরছে সবাই, কোথায় ইজম্?
শুধু চায়ের দোকান গরম করা কমিউনিসম্!

শ্মশানে

এখানে এলেই মনে হয়, ক্ষণপ্রাণ এ জীবন বুঝি অর্থহীন
জীবনের সুখ শান্তি, মধুর যৌবন ধন মান
স্তব্ধ হয়ে আছে সব ;— সব যেন সূর্যমুখী ফুলের মতন
দিবসের সূর্যমুখী, ক্ষণিকের সূর্যমুখী ফুল
আলোকের স্পর্শে জাগে আবার ঘুমায় গাঢ় ঘুমে।

এই নদী, এই মাঠ, তারাভরা আকাশতলায়
শান্ত সুশীতল এই সবুজ মেলায়
মানুষের কোন দাম আছে নাকি !
জীবনের বালুকাবেলায়
কোন চিহ্ন রাখে নাকো প্রাণ
কালের নিয়মে ফের শূন্যতায় মিশে যায়
আমাদের ক্লান্ত. রিক্ত প্রাণ।

আমাদের ক্ষণপ্রাণ এ জীবন
সূর্যমুখী ফুলের মতন।

প্রতিষ্ঠা বিত্ত সুখ

প্রতিষ্ঠা বিত্ত সুখ সব যেন এ জীবনে ট্রাপিজের খেলা
তন্বী প্রেমিকার দোলা দূরে দূরে স্বপ্নময় সব।
অগাধ শূন্যতা মাঝে ভেসে যাও পাখীর মতন
স্বাধীন নির্ভয়ে ; হয়তো প্রেমিকা পাবে
নাহলে জোকার হয়ে হেসে কেঁদে লোককে হাসিয়ে
শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে
লক্ষ্যভ্রষ্ট ভূমিলগ্ন হবে।

জীবনের মায়ামঞ্চে আমাদের ঘিরে
বেলা-অবেলায় শুধু ট্রাপিজের খেলা
ক্বচিৎ কখনো কেউ দুইপ্রান্ত এক করে
পায় বটে প্রেমিকার সুখ।
কিন্তু আমরা সব অগণিত সার্কাসের ভাঁড়
চিরদিন লক্ষ ভ্রষ্ট। অসীম শূন্যতা নিয়ে
শরবিদ্ধ ভূলুণ্ঠিত পাখী।

নষ্টনীড় স্মৃতি

এখনো ছয় ঋতুর দোলা আসে বাতাস ভরে
এখনো আছে দীপ্ত মধুমাস
শৈশব দিন এখনো কাঁপে স্মৃতির রেখা ঘিরে
মধুপ ঘিরে চূর্ণ অভিলাষ।

ক্লান্তি, তবু বর্ণহীন শ্রুতির আড়ালে
চকিতে আনে হিরণ্ময় গীতি
উদাস হাওয়া ক্লান্ত পায়ে আনে অশ্রুজলে
নষ্টনীড় স্মৃতি।

এখনো মৃদু হাসছ তুমি স্মৃতির বালুচরে
এখনো অমা ঢাকেনি মঞ্জরী
এখনো ক্ষত স্নিগ্ধ প্রলেপ খোঁজে তনুমন ঘিরে
স্মৃতির গন্ধে ব্যথাময় কস্তুরী।

একাকী

অসীম একাকিত্বে পথ হাঁটা তবু ঢের ভালো।
যেমন শুকতারা একা ভীরু আকাঙ্ক্ষায় ;
তোমাদের সকলের সাথে আমি যাবো না কখনো
যৌবনের মাধুরী সৌরভ অথবা সম্মান যদি থাকে
ভাগ করে নিও সব ; নৈঃশব্দের বোঝা বয়ে বয়ে
ভারবাহী আমি হেঁটে যাব। শুধু তুমি
রাত্রির লাবণ্য কেশে নিয়ে যদি আস
যদি এই মরুবুকে ঝরে পড়ে মাধুরীর ফুল
একটি নক্ষত্র হব চিরন্তন নক্ষত্রসভায়।
যদি স্বপ্ন টুটে যায় ; তুমি যদি হও শুধু আলেয়ার আলো
আমি একা যাব। তির্যক পৃথিবী ছেড়ে
দূরে বহুদূরে সাথীহারা শুকতারা হব।

জ্বর

এখনো ক্লান্ত আমি। আহত দেহের পাড় ঘেঁষে
স্মৃতির ঢেউ ভেঙে পড়ে। এই ভালো
কঠোর-কর্মের ভীড়ে কঠিন ক্লান্তির ঢেউ তুলে
এই জ্বর আসা। এই ভালো
বিক্ষিপ্ত যান্ত্রিক মনে এই নির্জনতা
চেতনার কূল ঘেঁষে স্মৃতিচারী স্বপ্নেরা
দিন আসে। জ্বরো জ্বরো আতুর দেহলী
কল্পনার রোমন্থনে কাটায় সময়।
অতিব্যস্ত নাগরিক দিনে একটু জ্বরের ছোঁয়া পেয়ে
পেয়েছে এ-মন এক কাক-ডাকা ঘুঘু-ডাকা স্তব্ধ দুপুর।
সন্তস্নান শেষ করা রমণীর রমণীয় তনু
এত পূত, এত ভালো লাগেনি কখনো।

এই ভালো, এই ক্লান্তি, এ অসুখ এই নির্জনতা
এই ভালো স্মৃতিরেরা বেহালায় স্মরণের নবতান সাধা।

স্মৃতিটুকু থাক

(শ্রীনির্মল নারায়ণ বিশ্বাস বন্ধুবরেষু)

কবিতায় খুঁজেছি আমি কতো না উপমা
হীরকখচিত কতো রাত, সোনালি সৌরভ ভরা দিন
কতো পাখী গাছ-ফুল তারা, আলোভরা আকাশের গান
হিরন্ময় দ্যুতির দূতী এঁকেছি ছবিতে
মনের সোনার ফ্রেমে কতো যত্নে বাঁধায়ে রেখেছি।

দুরযানী স্বপ্নাতুর মন
একটি জাহাজে চড়ে বহুদুর ঘুরে
ঘাটে এসে ভিড়েছে কখন।
আজ সে ত' পায় না উপমা
পারে না গড়তে তার মিল-খোঁজা মানসী প্রতিমা
কি এক কোমল অভিমানে
রূপকথা হারা মন জীবিকার হাত ধরে
চলেছে বেদন গানে গানে।
ভেঙে ভেঙে ফেলেছি সে মন
এ জীবনে রূপকথা সাজে না এখন।

বন্ধু, গভীর যত্নে সেই মন রেখেছ কি আজো ?
আলোছায়া রূপকথা মন
প্রথম যৌবনলগ্নে গতিময় দ্যুতিময় মধুময় মন
আজো কি রেখেছ যত্নে ?
রূপকথা-স্মৃতি ঘেরা মনে
এখনো ফুটছে না কি রক্ত শিমূল।
তোমার সবুজ ঘাসে ঘাসে
এখনো ঝরছে নাকি স্মৃতির বকুল ?
নাকি সব স্বপ্ন মোহ মায়া
তুমিও ফেলেছ মুছে কল্পনার ছায়া
ভেসে যায় যাক স্বপ্ন সুদূরে মিলাক
বর্ণহীন এ জীবনে স্মৃতিটুকু থাক।

অগ্নি ও স্বাহা

মহাভারতে 'অগ্নি ও স্বাহা' উপাখ্যানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষকন্যা স্বাহা সন্ন্যাসী অগ্নিকে মনে মনে ভালবাসতেন। যখন অগ্নি সাতজন ঋষির পত্নী সম্ভূতি, শ্রদ্ধা, গতি, প্রীতি, সন্নীতি, অনসূয়া ও অরুন্ধতীর সঙ্গে গোপনে মিলনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠেন, তখন স্বাহা অগ্নির এই অধর্মের কথা বুঝতে পেরে বিশেষ ব্যথিত হন। তাঁর দয়িত অগ্নিকে এই অধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্বাহা একে একে সাতজন ঋষিবধূর ছদ্মবেশে অগ্নিকে সঙ্গ দেন। শেষটায় অগ্নিকে তাঁর ছদ্মবেশ ধারণের কথা জানিয়ে স্বাহা অদৃশ্য হন। তারপর থেকে অগ্নি স্বাহাকে খুঁজছেন। স্বাহা সবসময়েই আছেন। অগ্নিদাহে আজও শান্তির স্বাহা মন্ত্র ঝরে পড়ে।

অগ্নি ॥

এ মন মরুভূমি শূন্যতাকে ছেড়ে
সবুজে শিশিরের স্পর্শ চায়
হৃদয় নভোনীলে সাতটি রঙ্ মেলে
কামনা রামধনু উঠেছে হায় ॥
রূপের শিখা জ্বেলে সপ্তঋষিবধূ
বিজনে নীপবনে কাননছায়
আয়ত আঁখিকূলে তৃষার সুধা ঢেলে
জুড়াও বহ্নি এ হৃদয় বায় ॥

স্বাহা ॥

এ কোন সন্ন্যাসী গেরুয়াবর্ণের
নিমেষে খোলে ভাঁজ আমার মর্মের
ঋষির বধূ আসে জ্বলিছে দাবানল
শুদ্ধ মনে ছোঁয়া একি অধর্মের !
তবুও মন চায় এ ঘনবনছায়
মিটাতে সব তৃষা দীপ্ত অনলের
গুপ্ত মোহাবেশে সপ্ত বধূবেশে
সুরভি ঢালতে এ কুমারী কুসুমের ॥

অগ্নি ॥
হাওয়ার মর্মরে পাখীরা গান করে
মঞ্জরিত হল কাননতল,
গোপনে অভিসারে, নীরবে চুপিসাড়ে
এসগো ঋষিবধূ মেলগো দল।
নিভৃত নির্জনে দিলে গো ছোঁয়া প্রাণে
কেই বা ধরবে, সে গোপন ছল।
এসগো সম্ভুতি, শ্রদ্ধা, গতি, প্রীতি
দাও হে সম্প্রীতি শান্তিজল
এস অনসূয়া, শুদ্ধ ঋষিজায়া
অরুন্ধতী এস, বাড়ে অনল।

স্বাহা ॥
আমি ত' সম্ভুতি, রাঙানো প্রেম-দ্যুতি
দাও এ চাতকেরে স্ফটিক জল।

অগ্নি ॥
এস গো সম্ভুতি, তপ্ত মরুভূতে
ঢাল গো স্নিগ্ধ শান্তিজল।

স্বাহা ॥
আমি ত' শ্রদ্ধা, মিলন স্পর্দ্ধায়
এসেছি সন্ন্যাসী, স্পর্শ দাও।

অগ্নি ॥
এ মন অনুখন তপ্ত শ্রদ্ধা-মন
নাওগো হৃদয়ের স্পর্শ নাও।

স্বাহা ॥
এসেছি আমি গতি পাব কি গো সম্মতি
তুমি যে দেব মম কণ্ঠহার!

অগ্নি ॥
পেয়েছি গতির দিশা মিটাব রতির তৃষা
এ মনে রামধনু জেগেছে আর।

স্বাহা ॥
গোপনে নির্জনে এসেছি আমি প্রীতি
তোমার ছোঁয়াটুকু পাব কি আজ !

অগ্নি ॥
গুপ্ত তনুমনে দীপ্ত নিশাযামে
তৃষিত অভিসারে ভোল গো লাজ ।

স্বাহা ॥
তোমার কামনার শান্তিধূপ জ্বেলে
এসেছি সম্প্রীতি পরে এ সাজ

অগ্নি ॥
আমার অগ্নিতে ঘৃতের শান্তি
দাওগো দাও বঁধু দাওগো আজ ।

স্বাহা ॥
আমি ত' অনসূয়া তৃষিত ঋষিজায়া
তোমারি সন্ন্যাসী, শুধু তোমার !

অগ্নি ॥
এ-মধুলগ্নে কী মধু স্বপ্নে
আমারি অনসূয়া শুধু আমার।

স্বাহা ॥
আমি অরুন্ধতী তারকা ভাস্বতী
ঝলুক রাত্রি তোমারি উদ্দেশে ।

অগ্নি ॥
আমার হৃদয়েতে শুকতারার দ্যুতি
এস অরুন্ধতী দুজনে যাই মিশে ।

স্বাহা ॥
সপ্ত ঋষিবধূ আমি ত' নই বঁধু
করলে কি এ তুমি কুমারী হৃদয়ের

ছদ্মবেশে তব তৃষ্ণাভরা বুকে
ঢেলেছি শান্তি সুরভি মর্মের।
তোমাকে রক্ষায় হে পুত সন্ন্যাসী
খুলেছি সব ভাঁজ কুমারী মর্মের
দিয়েছি প্রেম সুধা মনের সব ক্ষুধা
আহুতি দিয়েছি গো এ নারী ধর্মের
এখন আমি যাই আমার কাজ শেষ
স্মৃতির সুধাটুকু রেখেছি অবশেষ
কেন গো সন্ন্যাসে সপ্তবধূ আশে
কেন গো এলে বল দিব্যকান্তি
স্মৃতির ধূপ জ্বেলে শূন্যে যাই চলে
আশীষ দাও দেব, দাও গো শান্তি।

অগ্নি ॥

হাওয়ার মর্মরে ভুলোকে অম্বরে
উঠেছে কামনার আকুল একতান
সে মধু ঝংকারে ফুলেরা তান ধরে
শূন্য মরুবুকে ব্যাকুল প্রেমগান।
তুমি যে চলে যাও কেন যে ছলে যাও
তুমি যে হৃদয়ের সকল সুখ আহা
যেও না স্বাহা তুমি শূন্য মনোভূমি
আমার অগ্নিতে শান্তি তুমি স্বাহা।

স্বাহা ॥

হে দেব অনুপম হৃদয়ে রাখি মম
বিদায় অন্তিমে গাহি এ মায়াগান।
মন্দ্র মেঘস্বরে সধূম ওঁকারে
তৃষিত হোমানলে ঝরুক স্বাহা তান॥

॥ সমাপ্ত ॥